আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ)

সংকেত সূত্র ভূমিকা—গঠন ও ভৌগোলিক সীমা—ইতিহাস—প্রাচীন ঐতিহ্য—বর্তমান ভারতবর্ষ—বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা—উপসংহার।

ভূমিকা ▸ আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। মায়ের কোলের মতোই আমরা এই দেশের মাটিতে বেড়ে উঠেছি। তাই আমাদের সকলের একটি পরিচয়—আমরা ভারতবাসী।

গঠন ও ভৌগোলিক সীমা ▸ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, অসম প্রভৃতি রাজ্য নিয়ে গড়া এই দেশ। এইজন্য এই দেশকে বলে ভারত যুক্তরাষ্ট্র। আর রাজ্যগুলিকে বলা হয় অঙ্গরাজ্য। ভারতের উত্তরে

Scanned with CamScanner

হিমালয় পর্বত ও চিন, দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরবসাগর।

ইতিহাস ▶ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ এখন স্বাধীন। কিন্তু এই ভারতবর্ষ একদিন পরাধীন ছিল। প্রায় দুশো বছর ইংরেজদের শাসনাধীনে ছিল এই দেশ। বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামের পর এই স্বাধীনতা পাওয়া গেছে। ক্ষুদিরামের মতো বহু শহিদের বুকের রক্তে এবং মাতঙ্গিনি হাজরা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধির মতো বহু স্বাধীনতাসংগ্রামীর নিরলস আন্দোলন ও সংগ্রামের মাধ্যমেই এই স্বাধীনতা এসেছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রাচীন ঐতিহ্য ▶ ভারতবর্ষ থেকেই একদিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সভ্যতার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেও আমরা ভারতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় লক্ষ করি। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে আর্য সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা ছিল। সেই সভ্যতার প্রভাব সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সভ্যতার নিদর্শন আমরা বেদ, উপনিষদ, এমনকি রামায়ণ, মহাভারতেও পাই। আর সেই সভ্যতার প্রভাব আজও আমাদের সাহিত্য ও সমাজসংস্কৃতির মধ্যে বর্তমান, যা আমাদের গর্বের বস্তু।

বর্তমান ভারতবর্ষ ▶ এই ভারতে এসেছে গ্রিক, এসেছে মুসলমান ও ইংরেজ। এদের মধ্যে গ্রিক শাসন বেশিদিন স্থায়ী না হলেও বহুবছর ধরে ছিল মুসলমান শাসন, আর প্রায় দুশো বছর ছিল ব্রিটিশ রাজত্ব। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। এখন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি রক্ষা করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা ▶ আমাদের দেশে বহু বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের প্রাকৃতিক গঠন বিভিন্ন রূপ। ভারতবর্ষ যুক্তরাজ্য হওয়ায় বিভিন্ন জাতি তাদের বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, পোশাক, মতামত, রুচি নিয়ে এই দেশে বাস করে। কিন্তু বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষে একটি মূলীভূত একতা বিদ্যমান। প্রত্যেক জাতি মিলেমিশে সকলের সঙ্গে এক জাতি এক প্রাণে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। তাই কবি বলেছেন—

> "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান।
> বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।"

তবু মাঝে মাঝে ধর্মীয় উন্মাদনায় উগ্র আঞ্চলিকতা, নানা ধরনের দাবিদাওয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এর প্রতিকারের জন্য আমাদের দরকার জাতীয়তাবোধ, যার ফলে গড়ে উঠতে পারে জাতীয় সংহতি।

উপসংহার ▶ আমাদের দেশ ভারতবর্ষ, আমাদের গর্বের বস্তু। এই মহান দেশের দায়দায়িত্ব নির্ভর করে তার নাগরিকের ওপর। তাই আমাদের উচিত জাতিধর্মনির্বিশেষে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা এবং জাতীয় সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মাধ্যমে দেশকে উন্নত থেকে উন্নততর করে তোলা।

Scanned with CamScanner

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ

সংকেত সূত্র ভূমিকা—জন্ম ও বংশপরিচয়—বাল্য ও শিক্ষাজীবন—কর্মজীবন—সাহিত্যসম্ভার—উপসংহার।

ভূমিকা

"এখনো প্রাণের স্তরে স্তরে
তোমার দানের মাটি সোনার ফসল তুলে ধরে।"

বাংলাদেশের তথা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতবাসীর চিন্তায় ও সাহিত্যে তাঁর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সাহিত্যজগতে তিনি যেন এক অভিনব কল্পতরু। আমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি; যা চাইনি বা চাওয়ার সাহস করতে পারিনি, তাও তিনি দান করেছেন অযাচিতভাবে।

Scanned with CamScanner

জন্ম ও বংশপরিচয় ▸ রবীন্দ্রনাথ ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে) কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা সারদা দেবী। পিতামহ ছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। ঠাকুর পরিবার ছিল সমাজসংস্কার আন্দোলন এবং নতুন ধর্ম ও সাহিত্য আন্দোলনের পুরোধা। এই পারিবারিক পরিবেশ তাঁর প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছিল।

বাল্য ও শিক্ষাজীবন ▸ রবীন্দ্রনাথ শৈশব থেকেই ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। প্রথমে তিনি নর্মাল স্কুলে ভরতি হন। কিন্তু ওই প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। অবশ্য বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। পরে লেখাপড়ার জন্য তিনি সতেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ডে যান ব্যারিস্টারি পড়তে এবং কিছুদিন পরেই ফিরে আসেন।

কর্মজীবন ▸ রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের প্রধান দিক সাহিত্যসাধনা। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে তাঁর কবিতা ও গান বাঙালি জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করে তুলেছিল। শান্তিনিকেতনে তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপন, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টা; যা প্রাকৃতিক পরিবেশে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভের নতুন আদর্শ গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এই আশ্রম-বিদ্যালয় পরিবর্ধিত হয়ে গড়ে ওঠে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। কুটিরশিল্প এবং সমাজশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে 'শ্রীনিকেতন' স্থাপন তাঁর অন্যতম এক কীর্তি। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হয়েও দেশের বিভিন্ন সংকট-মুহূর্তে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সমবায় আন্দোলনে তাঁর দান অসামান্য। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' বা 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন।

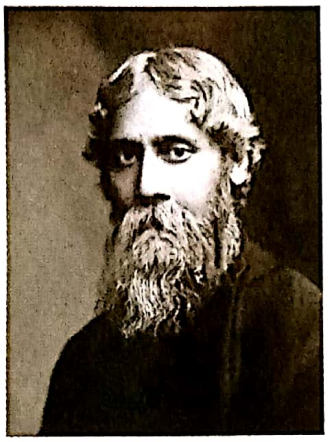

সাহিত্যসম্ভার ▸ সাহিত্যের সব বিভাগেই রবীন্দ্রনাথের অবদান বর্তমান। তাঁর রচনাবলি বাংলা সাহিত্যকে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করেছে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মানসী', 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'চিত্রা', 'কল্পনা', 'মহুয়া' এবং 'পূবরী' বিখ্যাত। ছোটোগল্পের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের জুড়ি মেলে না। 'গল্পগুচ্ছ'-এর ছোটো ছোটো গল্পগুলি মানুষের জীবনের বিচিত্র ভাবকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'যোগাযোগ', 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' প্রভৃতি উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের এক নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকগুলি রচনার গুণে ও ভাবধারায় বাঙালি পাঠককে চমৎকৃত করেছে। তাঁর রচিত নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্যগুলি চমৎকার। রবীন্দ্রনাথ অনেক গান রচনা করেন। এই গানগুলি 'রবীন্দ্রসংগীত' নামে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যদিও তিনি বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষা থেকে দূরে ছিলেন, তবু তাঁর অসামান্য সাহিত্যপ্রতিভার জন্য তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক 'ডি লিট' উপাধি দান করে।

উপসংহার ▸ রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ আগস্ট (১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ) দেহত্যাগ করলেও আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে অমর হয়ে আছেন; কারণ এই মহান প্রতিভাধর কবি চিরকাল সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন— "আমি তোমাদেরই লোক,

আর কিছু নয়—

এই হোক শেষ পরিচয়।"

Scanned with CamScanner